অতি জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ই-মেইলঃ ce@rhd.gov.bd
ফোনঃ ৮৮৭৯২৯৯

স্মারক নং- ৬২৭-প্রঃপ্রঃ তারিখঃ- ২৫/১০/১৮

বিষয় ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত সড়কের শ্রেনী বিন্যাস, মালিকানা, দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও সড়ক সংক্রান্ত মতপার্থক্য নিস্পত্তি সংক্রান্ত।

সূত্র ঃ পরিকল্পনা কমিশন, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, সড়ক পরিবহন উইং এর স্মারক নং- ২০.১২৩.০০০.০০.০০.১২১.১৪(অংশ-৩)-৬০০ তারিখঃ ২৫/০৯/২০১৮ খ্রিঃ।

উপর্যূক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, সড়ক পরিবহন উইং, পরিকল্পনা কমিশন-এ অনুষ্ঠিত সড়কের শ্রেণীবিন্যাস, মালিকানা, দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও সড়ক সংক্রান্ত মতপার্থক্য নিস্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (কপি সংযুক্ত) মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ এর ৩ক ধারার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে সকল সড়কের মালিকানা নির্ধারণ করা হয়েছে, সে সকল সড়কের উপর বা সড়কের পার্শ্বস্থ ভূমির গাছের মালিকানা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে সকল সড়কের মালিকানা নির্ধারিত হয়েছে তা পরবর্তী সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের বিশেষ তাগিদ রয়েছে।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

(ইবনে আলম হাসান)
পরিচিতি নং- ০০১০৩৩
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর,
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/সিলেট/রংপুর/খুলনা/বরিশাল/ রাজশাহী/ ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জ জোন।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থেঃ
১। অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, এম আই এস এন্ড এষ্টেটস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড একুইজিশন বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ
সড়ক পরিবহণ উইং

নং-২০.১২৩.০০০.০০.০০.১২১.১৪(অংশ-৩)-৬০০

তারিখঃ ২৫-০৯-২০১৮

বিষয়: সড়কের শ্রেণীবিন্যাস, মালিকানা, দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ও সড়ক সংক্রান্ত মতপার্থক্য নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য জনাব সুবীর কিশোর চৌধুরী এর সভাপতিত্বে সড়কের শ্রেণীবিন্যাস, মালিকানা, দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ও সড়ক সংক্রান্ত মতপার্থক্য নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে নির্দেশক্রমে এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযোজনীঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ নাজমুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯১১৬৫৫৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও ইকুইপমেন্ট কন্ট্রোল কম্পাউন্ড, ঢাকা-১২০৮।
০৪. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৫. যুগ্ম-প্রধান, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সদস্য মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর ঢাকা।
০২. প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
০৩. যুগ্ম-প্রধান (সড়ক পরিবহণ উইং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
০৪. উপ-প্রধান (সড়ক পরিবহণ উইং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ
সড়ক পরিবহন উইং

বিষয়ঃ সড়কের শ্রেণীবিন্যাস, মালিকানা, দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ও সড়ক সংক্রান্ত মতপার্থক্য নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য জনাব সুবীর কিশোর চৌধুরী এর সভাপতিত্বে সড়কের শ্রেণীবিন্যাস, মালিকানা, দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ও সড়ক সংক্রান্ত মতপার্থক্য নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ দ্রষ্টব্য।

০২. উপস্থাপনা:

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভা শুরু করেন। সভাপতির আহবানে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সড়ক পরিবহণ উইংয়ের যুগ্ম-প্রধান উল্লেখ করেন যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও বিবাদ নরসনের লক্ষ্যে ১২ মে ২০০৩ তারিখের প্রজ্ঞাপনে সড়কগুলোর অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে মালিকানার কথাটি অন্তর্ভুক্ত করে এগুলোর দায় দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত করার অনুরোধ জানিয়ে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ হতে ০৫/০৬/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়। অত:পর পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ পত্রের বিষয়বস্তু সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আহ্বায়কত্বে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যপরিধির আওতাভুক্ত বিধায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের পত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক সড়কের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে মহাসড়কের জমির মালিকানা নির্ধারণ ও জমির উপর বিদ্যমান গাছপালা অপসারণে জেলা পরিষদ হতে বাঁধা দেয়া হয়। সৃষ্ট এ দ্বন্দ্ব ও বিবাদ এর কারণে চলমান মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ বিভিন্ন সময়ে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এ জটিলতা নিরসনের জন্য সড়কের শ্রেণীবিন্যাস, মালিকানা, দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ও সড়ক সংক্রান্ত মতপার্থক্য নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির আজকের সভাটি আহ্বান করা হয়েছে।

০৩. আলোচনা :

৩.১ সভায় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ১২ মে ২০০৩ তারিখের পবি/সমন্বয়-২/পকসঅ/কার্য/৫/২০০৩/১৩৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে দেশের বিদ্যমান সকল শ্রেণীর সড়ক পুন:শ্রেণীকরণপূর্বক সংজ্ঞায়িত করে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এর মালিকানা ও দায়-দায়িত্ব সংস্থা অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপনে জাতীয়,

আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কসমূহের মালিকানা ও দায়-দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে দেয়া হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে উক্ত প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে এবং মহাসড়ক আইন, ১৯২৫- এর বিধি-বিধানের আলোকে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনস্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের। অপরদিকে সিএস, এসএ এবং আরএস রেকর্ড অনুযায়ী জমির মালিকানা জেলা পরিষদের থাকায় জমি এবং জমির উপর অবস্থিত গাছপালার মালিকানা জেলা পরিষদ দাবি করে আসছে। তাছাড়া, জেলা পরিষদ কর্তৃক ৬০ এর দশকে কোনপ্রকার রিজারভেশন ব্যতীত মহাসড়কগুলো জেলা পরিষদ হতে সিএন্ডবিতে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৬২ সালে সিএন্ডবি ভেঙ্গে ২টি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, এর একটি রোডস এন্ড হাইওয়েজ ডিপার্টমেন্ট (সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর) অন্যটি পি,ডব্লিউ,ডি (গণপূর্ত অধিদপ্তর)। ১৯৬২ সালের পর উক্ত মহাসড়কগুলো নির্মাণ, সম্প্রসারণ সংস্কার, তত্ত্বাবধান, পরিচালনা, মেরামত ও উন্নয়ন এবং টেন্ডার আহ্বানসহ যাবতীয় কার্যাবলী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর পরিচালনা করে আসছে। সড়কের মালিকানা বিষয়ে ২০০৩ এর সরকারী গেজেট এবং মহাসড়ক আইন, ১৯২৫- এর বিধি-বিধানাবলী অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাই জেলা পরিষদ কর্তৃক গাছের মালিকানা দাবীর বিষয়টি সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সুরহা হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন।

৩.২ সভায় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধি আরও উল্লেখ করেন যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও বিবাদ (Dispute) নিরসণকল্পে গত ২৯.০৬.২০১০ তারিখে মহামান্য হাইকোর্টের রীট পিটিশন নম্বর ৯২৩১/২০০৮ এবং ৮৫৯৯/২০০৯ যা পরবর্তীতে সিভিল পিটিশন লিভ টু আপীল নম্বর-২৫১৫/২০০৯ এবং ৮৪৭/২০১০ মামলার উদ্ভবে উল্লিখিত ৪টি মামলায় মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে তৎকালীন সড়ক ও রেলপথ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৯.০৬.২০১০ তারিখ একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একই বিষয় সমাধানকল্পে গত ০২.০৩.২০১১ তারিখ স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আরেকটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাস্তবে এখনও সমস্যার কোন সমাধান না হওয়ায় একই ধারাবাহিকতায় গত ২৩.০১.২০১৮ তারিখ সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মহোদয় এর সভাপতিত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত ও কার্যবিবরণী নথিতে উপস্থাপিত হলে সচিব মহোদয় বর্ণিত বিষয়টি সমাধানকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে বিষয়টি সমাধানকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও বিবাদ (Dispute) নিরসনের লক্ষ্যে গত ০৬/০৫/২০১৮ তারিখ সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর সভাপতিত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ-নিষ্পত্তি কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

(ক) সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ এর ৩ক ধারা অনুযায়ী যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক মহাসড়কের জমি পুন:গ্রহণ করে (Resumption) মালিকানা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) মহাসড়ক ও মহাসড়কের পার্শ্বস্থ ভূমিতে মালিকানা নিয়ে জেলা পরিষদ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দ্বন্দ্ব চূড়ান্তভাবে নিরসন না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় উভয় পক্ষ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চলমান বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করবেন।

৩.৩ সভায় মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ এ সড়কের সংজ্ঞা ও মালিকানা বিষয়ে কি উল্লেখ রয়েছে তা জানতে চাওয়া হলে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ এর ধারা-২ এ সড়কের সংজ্ঞা বর্ণিত রয়েছে। মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ এর ধারা-২ অনুযায়ী:

" "সরকারী সড়ক" অর্থে সরকারের নিকট ন্যস্ত অথবা সরকারের পূর্ত বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন এবং পরিচালনাধীন কোনো সড়ক এবং-

(ক) অনুরূপ সড়কের ঢাল, বার্ম, বরো-পিট এবং পার্শ্ববর্তী ড্রেইন;

(খ) পূর্ত বিভাগের নিকট ন্যস্ত অথবা উহার নিয়ন্ত্রনাধীন এবং পরিচালনাধীন সরকারি সড়ক সংলগ্ন সকল ভূমি এবং বাঁধ;

(গ) সরকারী সড়কের উপর বা আড়াআড়িভাবে নির্মিত সকল সেতু, কালভার্ট অথবা কজ ওয়েস (Cause Ways); এবং

(ঘ) সরকারী সড়ক অথবা সরকারী যেকোন ভূমির উপর নির্মিত সকল বেস্টনী ও খুটি, এবং এইরূপ ভূমি সংলগ্ন সকল গাছ অন্তর্ভুক্ত হইবে।" অন্যদিকে একই আইনের ৩(ক) ধারাটি অনুযায়ী:

"[সরকার কর্তৃক স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন সড়কসমূহের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাখান]- সরকার, যেকোন সময়, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো আইন দ্বারা অথবা কোনো আইনের অধীন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত কোনো সরকারি সড়কের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবে এবং উক্ত সড়কের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব সরকার স্বয়ং পুন:গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং অত:পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উক্ত সড়কের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত অধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটিবে"।]

৩.৪ সভায় মহাসড়কের জমির মালিকানা নির্ধারণ ও জমির উপর বিদ্যমান গাছপালা অপসারণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৬/০৫/২০১৮ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত, মহাসড়ক আইন, ১৯২৫-এ উল্লিখিত সড়কের সংজ্ঞা ও মালিকানা এবং এ সংক্রান্ত গেজেট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে সভাপতি সরকার কর্তৃক প্রণীত মহাসড়ক আইন, ১৯২৫-এর '৩ক' ধারা অনুযায়ী সড়কসমূহের শ্রেণীবিন্যাসপূর্বক গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছে কিনা জানতে চাইলে পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, সড়কসমূহের শ্রেণীবিন্যাস, মালিকানা ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়কসমূহের শ্রেণীবিন্যাস করে সর্বশেষ ১৮/০২/২০১৫ তারিখে গেজেট নোটিফিকেশন করা হয়েছে। উক্ত গেজেটে ৯৬টি জাতীয় মহাসড়ক (দৈর্ঘ্য ৩৮১২.৭৮ কি:মি:), ১২৬টি আঞ্চলিক মহাসড়ক (দৈর্ঘ্য ৪২৪৬.৯৭ কি:মি:) এবং ৬৫৪টি জেলা মহাসড়ক (দৈর্ঘ্য ১৩২৪২.৩৩ কি:মি:) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ তালিকাটি পূর্বে জারিকৃত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়কের তালিকাসমূহের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এছাড়া ১৯/১০/২০১৮ তারিখে এলজিইডি এর সড়কের তালিকার প্রজ্ঞাপনে জারি করা হয়েছে।

সভাপতি বলেন জমি অধিগ্রহণ করলে পুন:গ্রহণ করতে হয়। আইন অনুযায়ী সড়ক এর মালিকানা যেহেতু সওজ/এলজিইডি এর সেহেতু মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য পুন:গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নেই। মহাসড়ক আইন ১৯২৫ অনুযায়ী সরকার যে কোন সড়ককে (জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা সড়ক) নিজের আওতায় নেয়ার ঘোষণা দিতে পারে এবং সংজ্ঞা অনুযায়ী এর উপর যে স্থাপনা/গাছপালা থাকবে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে পরবর্তী রেকর্ডের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিজের নামে তা রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।

০৪. সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৪.১ সরকার কর্তৃক প্রণীত মহাসড়ক আইন, ১৯২৫-এর ধারা-২ এ বর্ণিত সংজ্ঞা ও একই আইনের '৩ক' ধারার আলোকে ইতোমধ্যে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে সকল সড়কের মালিকানা নির্ধারণ করা হয়েছে সে সকল সড়কের উপর বা সড়কের পাশের ভূমির গাছের মালিকানা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে সকল সড়কের মালিকানা নির্ধারিত হয়েছে তা পরবর্তী রেকর্ডের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

(সুবীর কিশোর চৌধুরী)
সদস্য
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন